



65736 - যবে ব্যক্ৰ্তি রমযান মাসে বযিবে করতবে চায়

প্রশ্ন

এক ব্যক্ৰ্তি এক ময়েকবে ভালবাসবে। সবে ঐ ময়েকবে রমযান মাসে বযিবে করতবে চায়। তার সাথে কথাবার্তা বলতবে চায়। রমযান মাসে ঐ ময়েকবে বযিবে করতবে ও রমযান মাসে তার সাথে কথাবার্তা বলার ক্షত্রেবে ইসলামে কনিষিধোজ্ঞমূলক কোন বধি আছে?

লোকটি ময়েটেকিবে অনকে ভালবাসবে এবং বযিবে করতবে চায়। আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা আমাকে উপদশে দবিনে।

প্রযি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইসলামী শরযিতে এমন কিছু নাই যা রমযান মাসে কবেল রমযানটি মাস হওয়ার কারণে বযিতেবে বাধা দয়ে; কথিবা অন্য কোন মাসে বযিবে করতবে বাধা দয়ে। বরং বছরবে যবে কোন সময় বযিবে করা জায়বে।

কনিতু রযোদারবে জন্য ফজর থেকে সূর্যাস্ত যাওয়া পরযন্ত সমযে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করা নিষিদিধ। তাই যবে ব্যক্ৰ্তি নিজেকে নিযিন্তরণ করার ক্షমতা রাখে এবং রযো নিষ্টকারী বযিযে লপিত হওয়ার আশংকা না করে তার জন্য রমযান মাসে বযিবে করতবে কোন আপত্তি নাই।

তবে বাহ্যতঃ দেখা যায়, যবে ব্যক্ৰ্তি রমযান মাসে তার দাম্পত্য জীবন শুরু করতবে চায় অধিকাংশ ক্షত্রেবে দিনেবে বলেয় সবে নতুন স্ত্রী থেকে ধরৈয রাখতবে পারে না। তাই সবে হারাম কাজে লপিত হওয়া ও এ মর্যাদাবান মাসেবে পবতিরতা লঙ্ঘন করার আশংকা থাকে। এভাবে সবে কবরি গুনাতবে লপিত হয়ে তার উপর রযোর কাযা পালন ও বড় কাফফারা ওয়াজবি হতবে পারে। বড় কাফফারা হল একটি দাস আযাদ করা। দাস না পলেবে দুইমাস লাগাতর রযো রাখা। যদি রযোও না রাখতবে পারে তাহলে ষাটজন মসিকীনকে খাওয়ানবে। যদি একাধিক দিন সহবাস করে থাকে তাহলে সবে দিনগুলোর সংখ্যা যত ততটি কাফফারা আসবে।

আরও জানতবে দেখুন: [22960](#) নং ও [1672](#) নং প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্নকারীবে জন্য উপদশে হচ্ছে, যদি তিনি নিজেকে নিযিন্তরণ করতবে না পারার আশংকা করনে তাহলে তিনি যনে বযিটে রমযানবে পরপর করনে। রমযান মাসে তিনি যনে নিজেকে ইবাদত করা, তলোওয়াত করা ও কয়ামুল লাইল পালন ইত্যাদি ইবাদতবে ব্যস্ত রাখনে। আর যবে ময়েকবে বযিবে করতবে চাওয়া হচ্ছে তার সাথে রমযান মাসে কথাবার্তা বলা সংক্রান্ত বধিান



ইতপূর্বে 13918 নং ও 13791 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা হয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।